আলোচনায় আদালত

সাজেদুর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় ঘটনাপ্রবাহে উচ্চ আদালত সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক বিষয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশেষ করে গত এক মাসে নাইকোর মামলা, আইনজীবীদের আন্দোলনের ওপর সুয়োমোটো রুল জারি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার, সর্বোপরি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করার রায় নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণ আলোচনা মুখর। এসব বিষয়ে উচ্চ আদালতের রায় সরকার তথা রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বলে মনে করছেন অনেকেই।

গত ২৯ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও এটিএম ফজলে কবীর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় সরকার একই সঙ্গে বিব্রত, বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়। ফলে রায় ঘোষণার রাতেই বিশেষ ব্যবস্থায় আপিল বিভাগের চেম্বার জজের কাছে হাইকোর্টের রায় স্থগিতের আবেদন জানানো হয়। আদালত এ রায় স্থগিত করেন। আইন বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, এটি ঐতিহাসিক এক রায়। রায়টি কার্যকর হলে অবৈধ ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ হবে। তারা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠে এর গুরুত্ব অপরিসীম বলেও উল্লেখ করেন।

১৯৭৯ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রণীত সব আদেশ, সামরিক আইন, উপ-আইন, শাসনতন্ত্রের সংশোধনী ও সংযোজন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বিলোপ ইত্যাদিকে বৈধতা দিয়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় এবং তা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনকে বৈধ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। উক্ত সময়কালে খন্দকার মোশতাক আহম্মেদ, বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এবং জিয়াউর রহমানের জারি করা সব ধরনের ফরমান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাদ পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। মুক্তির সংগ্রাম বাদ দিয়ে নয় মাসের যুদ্ধ যুক্ত করা হলো সংবিধানে। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'বহুদিনের ধারাবাহিক সংগ্রামকে অস্বীকার করে বলা হলো নয় মাসের যুদ্ধ। এটা ইতিহাসকে অস্বীকার করার মতো গর্হিত অপরাধ।'

সংশোধনীয় আদেশ ছিল : শাসনতন্ত্রের শুরুতে প্রস্তাবনার আগে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' শব্দগুলো সংযুক্ত করা হবে। বাংলাদেশের নাগরিকরা 'বাংলাদেশী' বলে

আদালত তার পর্যবেক্ষণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জবরদখল বেআইনি ও অবৈধ। এ রায়ে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান, যা সামরিক ফরমানের আঘাতে জর্জরিত করে রাখা হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেল। এক কথায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক সংবিধান রাহুমুক্ত হলো সামরিক কালা কানুনের...

পরিচিত হবে (অনুচ্ছেদ ৬-এর সংশোধন), 'ধর্মনিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' প্রযোজ্য হবে। বিশেষ করে ৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রীয়করণ এবং দখলের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তবে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক যথার্থ হয়নি বলে কোনো আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না।

আপাতভাবে রায়টির কোনো কার্যকারিতা না থাকলেও জোট সরকারের প্রধান শরিক বাংলাদেশ বিএনপির জন্য বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকর। কারণ এই পঞ্চম সংশোধনী আনীত হয়েছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে। ফলে, হাইকোর্টের রায়ে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে দেয়া পর্যবেক্ষণে সরকার বেশ বিব্রত হয়েছে। বিএনপির একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হাইকোর্টের রায়কে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানে আঘাত বলে মন্তব্য করেছেন।

হাইকোর্টের রায়কে বিরোধী দল সরকারবিরোধী প্রচারণায় একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। ১৯৭৫ সালের পর থেকেই বিএনপির প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের অভিযোগ করে আসছিল। হাইকোর্টের রায় সেই প্রচারণাকেই আইনগত ভিত্তি দিয়েছে বলে

'রাষ্ট্র সংবিধান এবং সরকারের ধারাবাহিকতার স্বার্থে সরকার এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে'

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ
আইনমন্ত্রী

সাপ্তাহিক ২০০০ : সরকার কি পঞ্চম সংশোধনীর রায়ে বিব্রতবোধ করছে?

মওদুদ আহমদ : হাইকোর্টের এ রায়ে সরকার বিব্রত নয়। তবে আগামী নির্বাচনে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করে দলের নীতি-নির্ধারকরা গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন।

২০০০ : এ সংশোধনী সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া?

মওদুদ : পত্র-পত্রিকা পড়ে যতটুকু মনে হয়েছে, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া রায় অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী। তাছাড়া হাইকোর্টের রায় সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বটে, তবে প্রায়োগিক ব্যাপারটি অলীক। মামলার বাদী যে বিষয়ে আদালত থেকে কোনো নির্দেশনা চাননি, সে বিষয়ে আদালত তার রায় দিয়েছেন।

২০০০ : তড়িঘড়ি করে রায়টির বিরুদ্ধে আপিল করাটা সামরিক সরকারের শাসনের পক্ষ নেয়ার মতো হলো না?

মওদুদ : হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে সরকার সামরিক শাসনের পক্ষ নেয়নি। রাষ্ট্র, সংবিধান এবং সরকারের ধারাবাহিকতার স্বার্থে সরকার এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

আপাতভাবে রায়টির কোনো কার্যকারিতা না থাকলেও জোট সরকারের প্রধান শরিক বাংলাদেশ বিএনপির জন্য বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকর। কারণ এই পঞ্চম সংশোধনী আনীত হয়েছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে। ফলে, হাইকোর্টের রায়ে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে দেয়া পর্যবেক্ষণে সরকার বেশ বিব্রত হয়েছে...

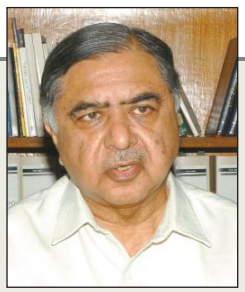

'২৬ বছর সেঁটে থাকা ঠুলিকে খুলে দিয়েছে'

ড. কামাল হোসেন
সংবিধান বিশেষজ্ঞ

সাপ্তাহিক ২০০০ : সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের ব্যাপারে কিছু বলুন।

ড. কামাল হোসেন : এ রায় প্রমাণ করেছে, সামরিক ফরমান দিয়ে সংবিধান পরিবর্তন হয় না। হাইকোর্টের সাহসী রায় ইতিহাসের একটা অধ্যায় জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে।

২০০০ : এ রকম সাহসী রায়ের কোনো নিদর্শন উপমহাদেশে আছে কি?

ড. কামাল : ১৯৭৪ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছিলেন। ওই রায়ে বলা হয়েছে, রায় যদি জনস্বার্থ সম্পর্কিত হয় তবে ধ্রুপদী আলোচনা হতে পারে। হনুমন্ত রাও বনাম পত্তাভিরাম মোকদ্দমায় বিবেচ্য বিষয় ছিলেন। বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ করা যাবে কিনা এবং এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হবে কি না। পাকিস্তানেরও একটি উদাহরণ দেয়া যায়। ওই দেশের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমান ১৯৭৫ সালে একই ধরনের রায়ে আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলকে অবৈধ করেছিলেন।

২০০০ : এ রায়ে সরকারের কোনো বিপর্যয় আসতে পারে?

ড. কামাল : পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট জনমানুষের সমর্থনকেই সম্মানিত করেছে। সংবিধানকে সমর্থন করেছে। সরকারের মধ্যে তাই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তাদের অস্তিত্ব নিয়ে। তাই তড়িঘড়ি করে সরকার রায় স্থগিত করার জন্য আপিল করেছিল। তবে এ বিষয়ে এখনই বলার সময় আসেনি। ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আরো আলোকপাত করার সুযোগ আছে। কোনো কিছু আশঙ্কা করেই হয়তো সরকার মধ্যরাতে এ রায় সম্পর্কে আপিল করেছে। সরকারের প্রকৃত আশঙ্কা কী তা অ্যাটর্নি জেনারেল ভালো জানতে পারেন।

২০০০ : রায়টি তাহলে আমাদের জন্য ভালো?

ড. কামাল : ভালো তো বটেই। বিশ্বব্যাপী বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। সামরিক জান্তারা গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। তাদের আইনও গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করে। যে দেশে গণতন্ত্র যত বেশি কার্যকর, সে দেশে বিচারকরা তত বেশি সাহসী রায় দেন। আমাদের বিচার বিভাগেও সাহসিকতার জনহিতকর অনেক রায়ের নজির আছে। আর এবারের রায় আমাদের চোখের ওপর ২৬ বছর সেঁটে থাকা ঠুলিকে খুলে দিয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

সংবিধানে রায়ের কোনো প্রয়োগিক দিক না থাকলেও এটি বর্তমান বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শের স্রষ্টাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সরকার অবশ্য দাবি করেছে যে জনমনে বিভ্রান্তি দূর করতে রায়ের বিরুদ্ধে দ্রুত আপিল করেছে। তবে সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট আইনজীবীরা বলছেন, এ রায়ে সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব আবারও প্রতিষ্ঠিত হলো। তবে সরকারের আচরণকে তারা 'সামরিক শাসনের দায় আগ বাড়িয়ে নেয়া'র মতো বলে মনে করছেন।

একের পর এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সরকার এখন এমনিতেই প্রচন্ড চাপের মুখে রয়েছে। সারা দেশে জঙ্গিদের বোমা হামলা, দুর্নীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের তীব্র সমালোচনা, বিশ্ববাজারে তেলের ঊর্ধ্বমুখী দামে দেশে মূল্যস্ফীতির অব্যাহত চাপে সরকার যখন রীতিমতো দিশেহারা, তখন হাইকোর্টের এ রায় সরকারকে আরো বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। বিষয়টি নিয়ে আগামী নির্বাচনে বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হতে পারে বলে খোদ বিএনপির মন্ত্রী-নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রচারণায় বিরোধী দল এটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে তার জবাব দেয়া মুশকিল হবে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

মাকসুদুল আলম ও মাজদার হোসেন ইতিহাসের অংশ

মাকসুদুল ও মাজদার ইতিহাসের অংশ। দু'জন সাধারণ মানুষ। মাকসুদুল আলম একজন ব্যবসায়ী। তার প্রতিষ্ঠানের নাম ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস। মাজদার হোসেন ছিলেন একজন জুডিসিয়াল ক্যাডার। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা এখন ইতিহাসের একটি অংশ।

কর্মক্ষেত্রে মাজদার হোসেন একদিন দেখলেন নিয়ম ভঙ্গ করে তাকে ডিঙিয়ে একজন জুনিয়রকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। তিনি এর প্রতিবাদে মামলা ঠুকলেন। নিম্ন আদালত মাজদার হোসেনের পক্ষে রায় দিলেও সরকার তা মানল না। মাজদার হোসেন গেলেন উচ্চ আদালতে। সেখানেও রায় গেলো তার পক্ষে। এ সময়ই উচ্চ আদালত দেখলো, জুডিশিয়াল ক্যাডার সরকারের প্রশাসনের একটা অংশ হওয়ায় সেখানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। এখানেই ঘটে যুগান্তকারী ঘটনা। আদালত বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে বাইরে এনে স্বাধীন করার নির্দেশ দিলো। সেই লক্ষ্যে আদালত ১২টা গাইড লাইনও দিয়েছিল।

মাজদার হোসেনের সেই পদোন্নতিকেন্দ্রিক মামলাটি রূপ নিলো বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলায়। আশ্চর্য এই পট পরিবর্তনে মাজদার হোসেন হয়ে যান আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

সরকার বিচার বিভাগ পৃথককরণ নিয়ে যত টালবাহানাই করুক, একটা সময় এটি কার্যকর করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার হয়তো ক্ষমতা ছাড়ার আগ মুহূর্তে স্বাধীনতা দিয়ে দিতে পারে। আর স্বাধীনতা দিলে মাজদার হোসেন হবেন ইতিহাসের একটা অংশ। সংবিধান পরিবর্তনের ইতিহাসে স্থান পাবে ইতিহাসের ব্যাকরণ অনুযায়ী।

ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস বনাম বাংলাদেশ

মাজদার হোসেন আইনি লড়াই করছেন ১০ বছর, মাকসুদুল আলম করছেন ৩০ বছর ধরে। মাকসুদুল আলম ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ১৯৬৪ সালে তিনি মুন সিনেমা হলের প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মাকসুদুল হলটি বন্ধ রাখেন। যুদ্ধের পর বিস্ময়করভাবে হলটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে চলে যায়। ১৯৭৬ সালে মাকসুদুল আলম তার মুন সিনেমা হল ফেরত পাওয়ার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত মাকসুদুলের পক্ষে রায় দেন। কিন্তু সরকার সম্পত্তি ফেরত দেয় না। মাকসুদুল ১৯৯৪ সালে উচ্চ আদালতে যান। উচ্চ আদালত শুনানি শেষে ১৯৯৫ সালে যে রায় দেন তা মাকসুদুলের বিপক্ষে যায়। আদালত রায়ে বলেন, পঞ্চম সংশোধনীর ৭ নং ধারা অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে সরকার যা গ্রহণ করেছে সে সম্পত্তি সংক্রান্ত আদালতের পক্ষে-বিপক্ষে যে রায়ই থাকুক, সরকার তা আর ফেরত দেবে না। অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। ফলে বিষয়টি এমন দাঁড়ালো যে, সম্পত্তি ফেরত পেতে হলে সংবিধানকেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। মুন সিনেমার মালিক দমে গেলেও আশা ছাড়লেন না। তিনি সংবিধানকেই চ্যালেঞ্জ করে আরেকটি রিট আবেদন করলেন ২০০০ সালে। রিটে তিনি পঞ্চম সংশোধনী ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইনটিকে চ্যালেঞ্জ করলেন। মাকসুদুলের সে চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণার রায় দেন গত ২৯ আগস্ট। এতে আদালতের এ ঐতিহাসিক রায়ের নেপথ্যে থাকা মুন সিনেমা হলের মালিক ইতিহাসের অংশ হয়ে যান।

যুগান্তকারী রায়...

আলোচিত হাইকোর্টের রায়টি আপাতদৃষ্টিতে যুগান্তকারী হিসেবে প্রতীয়মান হলেও বিষয়টির ওপর চূড়ান্ত মতামত প্রকাশের সময় এখনো বাকি। মামলার প্রতিপক্ষ সরকার যেহেতু রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপিল অনুমতি মঞ্জুরির আর্জি করেছে, সেহেতু তার শুনানির ফলাফল পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়টি তর্কিত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

প্রাক-তর্কিত পর্যায়ে রায়টিকে মূল্যায়ন করতে হলে বলতে হয়, আদালত তার পর্যবেক্ষণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জবরদখল বেআইনি ও অবৈধ।

এ রায়ে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান, যা সামরিক ফরমানের আঘাতে জর্জরিত করে রাখা হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেল। এক কথায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক সংবিধান রাহুমুক্ত হলো সামরিক কালা কানুনের।

হাইকোর্টের এ রায়ের কোনো প্রায়োগিক মূল্য না থাকলেও এ দেশের রাজনীতির জটিল পথ পরিক্রমায় দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে।

অন্যদিকে বেআইনি সামরিক শাসনের বৈধতার প্রশ্নে আদালতের আপোসহীন সিদ্ধান্ত এ দেশের বিচারালয়ের ভাবমূর্তিকে করেছে সমুজ্জ্বল। এ রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজের কাছে মধ্যরাতে ধরনা দেয়ার অতি উৎসাহের কারণটি স্পষ্ট নয়। সম্ভবত সরকারের ভেতরে কোনো দুর্বলতা বা অস্থিরতা এর পেছনে সক্রিয় ছিল।

ফারুক কাজী

বিষয়টি নিয়ে আগামী নির্বাচনে বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হতে পারে বলে খোদ বিএনপির মন্ত্রী-নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে বিরোধী দল এটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে তার জবাব দেয়া মুশকিল হবে বলেও তারা মন্তব্য করেন...